সুপারিশমালা

প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার

মানবাধিকারের সুরক্ষা ও উন্নয়নে আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) সরকারকে এর নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য নিচের পদক্ষেপগুলো গ্রহণের অনুরোধ জানায়:

- তত্ত্বাবধায়ক সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে অনুমোদন প্রদান করা, জনগণের তথ্যের অধিকার নিশ্চিত করা, বিচার বিভাগের পৃথক্‌করণ ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করা, দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা, নারী উন্নয়ন নীতি এবং যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে প্রণীত খসড়া নীতিমালা অনুমোদন করা।
- বিচার বিভাগের সম্পূর্ণ পৃথক্‌করণ এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা। বিচ-ারক নিয়োগ এবং বিচার বিভাগ পথক্‌করণ সংক্রান্ত আনুষঙ্গিক বিষয়ে সুপারিশ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য একটি ‘বিচার বিভাগীয় সংস্কার কমিশন’ [জুডিশিয়াল রিফর্ম কমিশন] গঠন করা।
- জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত প্যারিস ঘোষণার আলোকে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ সংস্কার করে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে সক্রিয় করা, যাতে এটা স্বাধীন ও কার্যকরভাবে এর কার্যাবলি সম্পাদনে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়। কমিশনের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ এবং লোকবল বরাদ্দ দেয়া।
- বর্তমানে প্রচলিত পুলিশি রীতি ও পদ্ধতির সংস্কার করে মানবাধিকার মানদণ্ড নিশ্চিত হয় এমন একটা পুলিশ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা। বিশেষ করে খসড়া পুলিশ অধ্যাদেশ জনগণের আরো মতামত গ্রহণপূর্বক প্রয়োজনীয় সংশোধন করে ১৮৬১ সালের পুলিশ আইনের স্থলাভিষিক্ত করা।
- র‌্যাবসহ অন্যান্য প্রতিরক্ষা বাহিনী সংক্রান্ত আইন সংস্কার করা যাতে করে তাদের দ্বারা কোনো অপরাধ সংঘটিত হলে তা যেন প্রচলিত ব্যবস্থায় আদালতের মাধ্যমে বিচার করা সম্ভব হয়।

- সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে প্রচলিত কোটা ব্যবস্থার সঠিক প্রয়োগ নিশ্চিত করা, পক্ষপাতহীনভাবে নিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় নীতি অনুমোদন করা এবং সরকারি ও বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রে লিঙ্গ, বর্ণ, ধর্ম, বিকলাঙ্গতা, বয়স, ভাষা ইত্যাদির কারণে বৈষম্য দূর করা।
- মানবাধিকার মনিটরিংয়ের জন্য একটি নিরপেক্ষ ও স্বাধীন প্রতিষ্ঠানকে ক্ষমতা প্রদান করা।

ওপরের সুপারিশগুলোর পাশাপাশি নাগরিকদের সুনির্দিষ্ট নাগরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার নিশ্চিত করার জন্য আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) নিম্নরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্যও সরকারকে অনুরোধ জানায় :

জীবনধারণের অধিকার

- স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় সংঘটিত যুদ্ধাপরাধ ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ তদন্তের জন্য একটি কমিশন প্রতিষ্ঠা ও কার্যকর করার মাধ্যমে এবং প্রয়োজনে জাতিসংঘের সাহায্য গ্রহণ করে অতিসত্বর যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- আর্মড ফোর্স, র‌্যাব ও পুলিশসহ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারি নিরাপত্তা বাহিনী কর্তৃক সংঘটিত সব বিচার-বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের কার্যকর ও নিরপেক্ষ তদন্তপূর্বক দায়ী ব্যক্তিদের বিচারের সম্মুখীন করা এবং ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করা।
- রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড, সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের বিচার ত্বরান্বিত করা।
- সেনা হেফাজতে চলেশ রিচিলের মৃত্যুসহ অন্যান্য বিচার-বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডে যেসব তদন্ত কমিশন গঠিত হয়েছিল সব কমিশনের প্রতিবেদন প্রকাশ করা এবং সে অনুসারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- মৃত্যুদণ্ডের বিধান সংবলিত সব আইনের বিধান সংশোধন করা এবং মৃত্যুদণ্ডের বিধান সংবলিত নতুন কোনো আইন প্রণয়ন হতে বিরত থাকা।
- নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত সনদ (আইসিসিপিআর), অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত সনদ (আইসিইএসসিআর) নারীর প্রতি সব ধরনের বৈষম্য নিরোধকারী (সিডও) সনদসহ সব আন্তর্জাতিক সনদ থেকে সংরক্ষণ [রির্জারভেশন] তুলে নেয়া।

- আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের (ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্ট) সংবিধি অনুস্বাক্ষর করা।

ব্যক্তিস্বাধীনতা ও নির্যাতন থেকে মুক্তির অধিকার

- ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৪ ও ১৬৭ ধারার অধীনে পরোয়ানা ছাড়া গ্রেফতার এবং পুলিশ রিমান্ডে নেয়া সংক্রান্ত হাইকোর্টের রায় বাস্তবায়ন করা এবং সেই অনুসারে আইনের বিধান সংস্কার করা।
- রাষ্ট্রীয় বাহিনী কর্তৃক সংঘটিত সব নির্যাতনের স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও সন্তোষজনক তদন্ত করা এবং দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা।
- নির্যাতন ও নিষ্ঠুর আচরণসহ অন্যান্য মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও নিরাপত্তা বাহিনীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে ফৌজদারি কার্যবিধির ১৯৭ ও ১৩২ ধারা এবং আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন অধ্যাদেশের বিধানসহ আইনের যেসব বিধান বাধা হয়ে দাঁড়ায় তা সংস্কার করা।
- অন্যায়ভাবে গ্রেফতার ও নির্যাতনের জন্য ক্ষতিগ্রস্তকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের বিধান সংবলিত নতুন আইন প্রণয়ন করা।
- নির্যাতনবিরোধী আন্তর্জাতিক সনদের (ক্যাটের) ঐচ্ছিক প্রটোকল অনুস্বাক্ষর করা, এই সনদের ১৪(১) অনুচ্ছেদের ওপর থেকে সংরক্ষণ [রিজারভেশন] তুলে নেয়া এবং সনদের বিধানগুলোকে দেশীয় আইনে অন্তর্ভুক্ত করা।

মতপ্রকাশের স্বাধীনতা

- জাতীয় সংসদে বিস্তারিত আলোচনা করে প্রয়োজনীয় সংশোধনপূর্বক তথ্য অধিকার অধ্যাদেশকে অনুমোদন দেয়া এবং এর কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিত করা।
- বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারের স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করা।
- জনগণের আরো মতামত গ্রহণপূর্বক আদালত অবমাননা অধ্যাদেশ সংস্কার করা।
- ফৌজদারি মানহানির ক্ষেত্রে গ্রেফতারি পরোয়ানার পরিবর্তে সমন জারির বিধান করে ফৌজদারি কার্যবিধিতে সংশোধন আনা।
- বই এবং ছায়াছবি সেন্সর করার ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষকে ব্যাপক ক্ষমতা প্রদানকারী আইন সংশোধন করা।

সংগঠন ও সমাবেশের স্বাধীনতা

- ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৪ ধারা এবং ঢাকা মেট্রোপলিটন অধ্যাদেশের ৮৬ ও ১০০ ধারা অনুসারে বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতারের ক্ষেত্রে হাইকোর্টের নির্দেশনা বাস্তবায়ন করা।
- কোনো রকম বৈষম্য না করে সব নাগরিকের জন্য সভা ও সমাবেশ করার সমান সুযোগ নিশ্চিত করা।

খাদ্যের অধিকার

- খাদ্যের অধিকার নিশ্চিকরণে খাদ্য সার্বভৌমত্ব নীতি গ্রহণ করা।
- *একশ' দিনের কর্মসংস্থান প্রকল্প*কে আরো বিস্তৃত করা এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যাতে প্রকৃত অসহায় মানুষ কাজ পায়।
- নৃতত্ত্ব, লিঙ্গ এবং ধর্মের ভিত্তিতে কোনো বৈষম্য না করে সব নাগরিক যাতে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারে এবং সম্পদের ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয় সেজন্য ভূমি সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা।
- কৃষি উৎপাদন নিশ্চিত করা, প্রকৃত কৃষক ও বর্গাচাষীদের সরাসরি ভর্তুকির অন্তর্ভুক্ত করা। সময়মতো বীজ, সার ও সেচ নিশ্চিতকরণে সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে [যেমন- বিএডিসি] পুনঃরায় সক্রিয় করা।
- কৃষি ভূমিকে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার বন্ধ করা এবং কৃষকদের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে অতিসত্বর একটি ভূমি নীতি গ্রহণ করা এবং তা বাস্তবায়ন করা।
- প্রাকৃতিক সম্পদ ও সাধারণ মালিকানাধীন সম্পত্তি যেমন- নদী, খাল, বন ইত্যাদি রক্ষার জন্য স্থানীয় এলাকাবাসী ও আদিবাসীদের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে একটি কার্যকর রক্ষা-পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা, সাধারণ মালিকানাধীন সম্পত্তির ওপর নির্ভর করে যাদের জীবন নির্বাহ হয় তাদের অধিকার নিশ্চিত করা।

আবাসনের অধিকার

- ২০০৭ সালে উচ্ছেদকৃত বস্তিবাসীদের পুনর্বাসনের জন্য নগর উন্নয়ন কমিটি ঢাকার মিরপুরে যে ৩.৪৭ একর সরকারি জমি প্রস্তাব করেছে অতিসত্বর তার সীমানা নির্ধারণ (ডিমার্কেশন) করা।
- পরিবেশ এবং নিু আয়ের লোকদের আবাসনের কথা চিন্তা করে ঢাকা মহানগর মহাপরিকল্পনাকে পুনর্বিবেচনা করা। জনগণের মতামত এবং নগর উন্নয়ন কমিটির সুপারিশ ছাড়া যাতে কোনো উন্নয়ন পরিকল্পনা গৃহীত না হয় তা নিশ্চিত করা।

- শহর এলাকার সরকারি (খাস) জমি সংক্রান্ত তথ্য জনগণের জন্য সহজলভ্য করা।
- উচ্ছেদের পূর্বে হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী বস্তিবাসীদের জন্য বিকল্প পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা। বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন স্বল্প-ব্যয় আবাসন প্রকল্পে যেন বস্তিবাসীদের জন্য বরাদ্দ দেয়া হয় তা নিশ্চিত করা।
- কোনো ভূমি সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্মাণ কাজের জন্য ব্যবহার করলে এবং এর দ্বারা যদি কোনো বস্তিবাসী উচ্ছেদ হয়, তাহলে তাদের জন্য ঐ নির্মাণ প্রকল্পে বরাদ্দ নিশ্চিত করা।

স্বাস্থ্যের অধিকার

- পর্যাপ্ত ও কার্যকর স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ এবং স্বাস্থ্যসেবা বিশেষ করে প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার মান নিশ্চিত করা।
- উৎপন্ন খাদ্যদ্রব্য ও ওষুধের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- চিকিৎসা অবহেলা সংক্রান্ত নতুন আইন প্রণয়ন করা। প্রতিটি অবহেলার ঘটনায় ত্বরিত ও কার্যকর তদন্ত করা এবং দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

শিক্ষার অধিকার

- প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ উন্নীত করা।
- বিদ্যালয় পাঠ্যবইয়ে সঠিক তথ্য নিশ্চিত করা। সঠিক সময়ে দ্রুত ও কার্যকরভাবে পাঠ্যবই বিতরণ নিশ্চিত করা।
- প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে শিক্ষার্থীর ঝরে পড়া রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- কারিগরি শিক্ষার সুযোগ বিস্তৃত ও সহজলভ্য করা।
- শিক্ষার জন্য একটি সমন্বিত ব্যবস্থা তৈরি করা।
- প্রাথমিক শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা শক্তিশালী করা।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি রোধে খসড়া নীতিমালার ওপর ভিত্তি করে নতুন আইন প্রণয়ন করা।

নারীর অধিকার

- নারীর অধিকার সমুন্নত করার জন্য নারী উন্নয়ন নীতি ২০০৮-এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও কার্যক্রম গ্রহণ করা।

- চল্লিশটি মানবাধিকার ও নারী সংগঠন কর্তৃক প্রণীত ও ব্যাপক জনমতের ভিত্তিতে সংশোধিত খসড়া পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধ আইন অনুসারে পারিবারিক নির্যাতন প্রতিরোধে একটি আইন প্রণয়ন করা।
- সব নারী নির্যাতনের সঠিক তদন্ত করা। নারী নির্যাতন বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পুলিশ, স্বাস্থ্য কর্মকর্তা বা আইনজীবীকে এ বিষয়ে সংবেদনশীল করা। ক্ষতিগ্রস্ত নারী, তার পরিবার এবং সাক্ষীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি রোধে প্রয়োজনীয় নীতি গ্রহণ করা।
- জনগণের মতামত গ্রহণপূর্বক পারিবারিক আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধনী এনে সব ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের বৈষম্য দূর করা।
- সংরক্ষিত আসনে নারীদের সরাসরি নির্বাচনের বিধান করতে সংবিধান সংশোধন করা।
- স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নির্বাচিত নারীদের জন্য সমান সুযোগ ও অর্থের বরাদ্দ নিশ্চিত করা।
- সিডও সনদের সংরক্ষণ [রিজারভেশন] তুলে নেয়া এবং সনদের বিধান অনুসারে দেশীয় আইন সংশোধন করা।

ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অধিকার

- অর্পিত সম্পত্তি আইন ২০০১-এর প্রয়োজনীয় সংশোধনী এনে সব অসমতা দূর করা; বিশেষ করে ১৯৬৯ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত সংখ্যালঘুদের সম্পত্তি আত্মসাতে এই আইন যে বিস্তৃত ক্ষমতা প্রদান করেছে তা দূর করা; সম্পত্তির উত্তরাধিকারীকে ধারাবাহিকভাবে বাংলাদেশে বসবাস করতে হবে আইনের এরূপ বিধান বাতিল করা; প্রকৃত মালিকের কাছে যেখানে সম্পত্তি প্রত্যর্পণ সম্ভব নয় সেখানে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা; সম্পত্তি ফেরত পাওয়ার আপিলের মেয়াদ যুক্তিসঙ্গত সময় পর্যন্ত (যেমন- এক বছর) বাড়ানো, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সব অর্পিত সম্পত্তির তালিকা প্রকাশ করা, সম্পত্তি অবৈধ আত্মসাতের অভিযোগ তদন্তের জন্য বিচার বিভাগীয় কমিশন গঠন করা।
- নৃতাত্ত্বিক ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে বৈষম্যের ওপর গবেষণা পরিচালনার জন্য নতুন প্রতিষ্ঠিত জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কর্মক্ষেত্র বাড়ানো। সংখ্যালঘুদের বিশেষ করে নারীদের শিক্ষার সুযোগ বাড়ানো এবং সরকারি ও বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করা।

- নৃতাত্ত্বিক ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের শিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায় উৎসাহ প্রদানের জন্য সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও বিভাগ যেন প্রয়োজনীয় নীতি ও সুযোগ তৈরি করে তা নিশ্চিত করা।
- পরিবারের মধ্যে সব ধর্মের নারীদের বিরুদ্ধে বৈষম্য দূর করতে পারিবারিক আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন করা।

আদিবাসীদের অধিকার

- অতিসত্বর পার্বত্য এলাকা এবং সমতল ভূমির আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি নিশ্চিত করা। ততদিন পর্যন্ত গোত্র, ধর্ম ও ভাষার কারণে কোনো বৈষম্য না করে সবার জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করা ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণের যে সাংবিধানিক বিধান বর্তমান আছে তা কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা।
- পার্বত্য শান্তি চুক্তির সম্পূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা, ভূমি বিরোধ নিরোধ কমিশনকে কার্যকর করা, স্থানীয় প্রশাসন বিশেষ করে আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্য জেলা পরিষদকে কার্যকরভাবে কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষমতা প্রদান করা, পার্বত্য এলাকা থেকে অবশিষ্ট সেনা ক্যাম্প প্রত্যাহার করা, ফেরত আসা সব শরণার্থীর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা এবং নতুন করে কোনো বাঙালিকে পার্বত্য এলাকায় পুনর্বাসন না করা।
- আদিবাসীদের ভূমির অধিকার এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের অধিকার সুরক্ষায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- আদিবাসীদের ভাষাকে স্বীকৃতি দেয়া এবং শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে এসব ভাষাকে গ্রহণ করা।

ভাষাগত সংখ্যালঘুদের অধিকার

- সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীকে দেশের বৃহত্তর স্বার্থের সাথে একীভূত করার লক্ষ্যে সরকারি বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার দ্বিতীয় মাধ্যম হিসেবে ভাষাগত সব সংখ্যালঘুর মাতৃভাষাকে স্বীকৃতি দেয়া।
- ক্যাম্পে বসবাসরত উর্দুভাষীদের সমস্যা চিহ্নিতকরণে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন তদন্ত কমিশন গঠন করা এবং কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- যেসব উর্দুভাষী পাকিস্তানের জাতীয়তা এবং প্রত্যাবর্তনের দাবি ত্যাগ করেছে তাদের সবাইকে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।

শ্রমিকের অধিকার

- অধিকসংখ্যক কারখানা পরিদর্শক নিয়োগ, শ্রমিকদের জন্য যানবাহনসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করার বিধান করে বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-এর সঠিক প্রয়োগ নিশ্চিত করা।
- শ্রম আইন ২০০৬-এর অধীন সংশ্লিষ্ট বিধি প্রণয়ন করা, আইন প্রণীত হওয়ার দুই বছর অতিক্রান্ত হলেও বিধি এখনো প্রণীত হয়নি।
- নির্মাণ শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড কার্যকর করার জন্য একটি কর্তৃপক্ষ গঠন করা।
- 'জাতীয় পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য নীতি' [ন্যাশনাল অকুপেশনাল সেফটি এ্যান্ড হেলথ পলিসি] ঘোষণা করে তাতে কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের নিরাপত্তার জন্য সরকারের অবশ্যই করণীয় বিষয়গুলো সন্নিবেশিত করা।
- 'ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর ইন্ডাস্ট্রিয়াল হেলথ এন্ড সেফটি'কে কার্যকর করার যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রমের অবাধে পরিচালনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান বাধাগুলো অপসারণ করা এবং কলকারখানায় নাগরিক সংগঠনগুলোকে যাতে অবাধে মনিটরিং করতে পারে সেজন্য আইনি বিধান করা।
- সরকার, মালিক এবং শ্রমিক ত্রিপক্ষীয় সমঝোতার মধ্য দিয়ে শ্রম অসন্তোষের নিষ্পত্তি করার বিষয়কে অগ্রাধিকার দেয়া।

অভিবাসী শ্রমিকের অধিকার

- দেশ ত্যাগ করার পূর্বে সকল অদক্ষ শ্রমিকের জন্য গমনেচ্ছু দেশের ভাষা, মূল আইনি অধিকার, এই অধিকার লঙ্ঘিত হলে কী প্রতিকার পাওয়া যাবে, জরুরি মুহূর্তে কার সাথে যোগাযোগ করতে হবে ইত্যাদি বিষয়ে বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- কোন এলাকায় কাজ করছে তা নিদিষ্ট করে সকল রিক্রুটিং এজেন্ট/ এজেন্সিকে নিবন্ধিত করা। নিবন্ধিত সকল এজেন্ট/এজেন্সির ছবি সংবলিত তথ্য জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা।
- নিয়োগ সংক্রান্ত সব লেনদেন ব্যাংকের মাধ্যমে এবং রসিদ প্রদানসাপেক্ষে করার ব্যবস্থা করা।
- দুর্নীতি এবং আইন অমান্য করার জন্য সব রিক্রুটিং এজেন্সির বিরুদ্ধে লাইসেন্স বাতিলসহ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- চাকরিদাতা দেশ ও বাংলাদেশের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ককে সমুন্নত করা।
- বাংলাদেশ যেসব দেশে শ্রম রপ্তানি করে সেসব দেশে স্থাপিত বাংলাদেশ দূতাবাসে আলাদা শ্রম বিভাগ স্থাপন করা এবং তা শক্তিশালী করা।
- অভিবাসী শ্রমিক ও তার পরিবার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদ অনুস্বাক্ষর করা এবং এই সনদের বিধান দেশের আইনে অন্তর্ভুক্ত করা।

শিশুদের অধিকার

- ফরমাল ও ইনফরমাল উভয় কর্মক্ষেত্রেই পর্যবেক্ষণ [মনিটরিং] পদ্ধতি শক্তিশালী করা যাতে শিশুদের ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োগ দেয়া না হয়।
- শিশুদের বিরুদ্ধে সহিংসতা, নির্যাতন ও অপব্যবহার রোধে কার্যকর কৌশল প্রণয়নের লক্ষ্যে বিদ্যমান ১৯৭৪ সালের শিশু আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন করা এবং এর সঠিক প্রয়োগ নিশ্চিত করা।
- কিশোর অপরাধী এবং আইনের সংস্পর্শে আসা শিশুদের জন্য আইনের সঠিক প্রয়োগ নিশ্চিত করা এবং এ সংক্রান্ত হাইকোর্টের নির্দেশনা অনু-সরণ করা।
- শিশু পাচার প্রতিরোধ, পাচার হওয়া শিশুদের উদ্ধার, পুনর্বাসন এবং অপরাধীদের শাস্তি প্রদানের লক্ষ্যে সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে দ্বিপক্ষীয় চুক্তি সম্পাদন করা এবং নীতিমালা গ্রহণ করা।

বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের (প্রতিবন্ধী) অধিকার

- বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের শিক্ষা, চিকিৎসা, স্বকর্মসংস্থান ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের জন্য বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ বৃদ্ধি করা।
- বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তি সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদ বাস্তবায়নের জন্য সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা এবং সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা ও কার্যক্রম গ্রহণ করা।
- বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করে সমন্বিত শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলন করা এবং সঠিকভাবে শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- অক্ষমতা নির্ণয়, ব্যবস্থা গ্রহণ, অস্ত্রোপচার, কাউন্সিলিং সেবা এবং ডাক্তার, সেবিকাদের প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য বিষয়ে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানের জন্য একটা সমন্বিত পুনর্বাসন সেবা কেন্দ্র স্থাপন করা।
- সরকারি-বেসরকারি ভবন, বিভিন্ন স্থাপনা, বিনোদনকেন্দ্রসহ সব স্থানে বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা।
- *বাংলা সিঙ্গ ল্যাঙ্গুয়েজ* স্বীকৃতি ও উন্নয়নের মাধ্যমে শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের ভাষার অধিকার নিশ্চিত করা।
- বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করা এবং সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে কোটা ব্যবস্থা সঠিকভাবে প্রয়োগ করা। স্বকর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা।
- বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের সামাজিক নিরাপত্তা পরিকল্পনা শক্তিশালী করা।

- সংসদে এ সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি গঠন করা এবং উন্নয়নের মূলধারায় এদের যুক্ত করা।
- বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তি সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদের বিধান দেশীয় আইনে অন্তর্ভুক্ত করা।

যৌনগত সংখ্যালঘুদের অধিকার

- প্রচলিত আইন এবং যৌনগত সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে বৈষম্য ও নির্যাতন বিষয়ে গবেষণার পরিধি বৃদ্ধি করা।
- কোনোরূপ বৈষম্য না করে বিচারপ্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করা এবং আইনের যে কোনো অপপ্রয়োগ ও হয়রানির জন্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে দায়ী করা ও তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

কারাবন্দিদের অধিকার

- লঘু অপরাধে বিচারাধীন বন্দিদের জামিনে মুক্তি প্রদানসহ কারাগারের অতিরিক্ত বন্দি কমানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- নিয়মিত কারাগার পরিদর্শন করা এবং এই পরিদর্শনের ওপর প্রতিবেদন প্রকাশ করা, যেখানে কারাবন্দিদের একটি তালিকা থাকবে এবং কতজন লঘু অপরাধে বন্দি আছে তার তালিকা থাকবে। সব দরিদ্র বন্দির জন্য আইনি সহায়তার ব্যবস্থা করা।
- জনগণের মতামত ও সংসদে আলোচনার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সংশোধনপূর্বক খসড়া জেল সংহিতাকে আইনে পরিণত করা।
- কোনোরূপ বৈষম্য না করে বন্দিদের অধিকার রক্ষাকারী সব আইন ও পদ্ধতির সঠিক প্রয়োগ নিশ্চিত করা।
- বন্দি ব্যবস্থাপনা ও বন্দিদের মানবাধিকার রক্ষায় কারাগারের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে যাওয়ার অধিকার এবং উপযুক্ত স্বাস্থ্য সুবিধাপ্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করা।